

শিষ্যত্বের + বিকাশ

আত্মিক নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য বিষয়সমূহ
অধ্যয়ন নির্দেশিকা

খ্রীষ্টিয় শাস্ত্রশিক্ষা ২য় পাঠ : এক ঈশ্বর

ভূমিকা

এই পাঠটি হল খ্রীষ্টিয় শাস্ত্রশিক্ষা নামে শিষ্যত্বের অপরিহার্য বিষয়সমূহের পাঠক্রমের একটি অংশ। এই পাঠগুলির ক্রম শাস্ত্রশিক্ষাগুলির পরীক্ষা করে, যেগুলি আমাদের বিশ্বাসের পক্ষে অপরিহার্য। এ গুরুত্ব প্রদান করে যে, কীভাবে অসত্য শিক্ষামালা প্রকৃত বিশ্বাসের উপরে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। শাস্ত্রশিক্ষা হল একগুচ্ছ বিশ্বাসের সমাহার, যা নির্ধারণ করে, আমরা কীভাবে বিশ্বাসের অনুশীলন করি। খ্রীষ্টিয়ানেরা, বিশেষত, যারা উপদেশ দান ও শিষ্যত্বের পরিচর্যায় নিযুক্ত, তারা ঈশ্বরের প্রকৃতি ও পরিত্রাণ সম্পর্কিত সঠিক শাস্ত্রশিক্ষা বুঝে উঠবে, এ গুরুত্বপূর্ণ। এই পাঠক্রমটি খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর কেন্দ্রীয় শিক্ষামালার সঙ্গে সম্পর্কিত শাস্ত্রবাণী ও প্রত্যেকটি শাস্ত্রশিক্ষার মধ্যে যে বিভ্রান্তি ও ভুল আছে, তার কিছু কিছু এলাকার পরীক্ষা করে।

এই অধ্যয়ন নির্দেশিকা তাদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে, যারা নিজেরাই কোনো নির্দিষ্ট পাঠে গভীরতররূপে মনোনিবেশ করতে পারবে। এই পাঠটি শিষ্যত্বের সব অপরিহার্য উপকরণ, যেমন ভিডিও ও অডিও প্রস্তুতির সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে, যেগুলি পাওয়া যাবে www.debengali.org – এই ওয়েবসাইটে।

বাইবেলের পদগুলি বাংলা পবিত্র বাইবেল (কেরী সংকলন) থেকে নেওয়া হয়েছে। কপিরাইট © দ্য বাইবেল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, ২০৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, ব্যাঙ্গালোর - ৫৬০ ০০১

এই সকল বিষয়বস্তু জগতের মানুষের কাছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে যতদিন খুশি ব্যবহার করতে পারেন।
সকল বিষয়বস্তুগুলির কপিরাইট ©2019Trans World Radio Canada -র অধীনস্থ। লাইসেন্সের বিষয়ে অধিক জানার জন্য দেখুন www.discipleshipessentials.org/licensing



খ্রীষ্টিয় শাস্ত্রশিক্ষা

২য় পাঠ : এক ঈশ্বর

এই পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠটি ঈশ্বরের চরিত্র সম্পর্কিত শিক্ষার প্রতি আলোকপাত করে, অর্থাৎ, তিনি হলেন এক ঈশ্বর, কিন্তু চিরকাল তিন ব্যক্তিসত্তায় বিরাজমান।

আপনার যেমন জানা উচিত ...

খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের সমস্ত আবশ্যকীয় শাস্ত্রশিক্ষার প্রতি আমরা যখন একটু নিকট দৃষ্টি দিই, তখন প্রকৃত খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস ও ভ্রান্ত শিক্ষামালা, যা খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের মতোই মনে হয়, তার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। এ হবে এক কষ্টকর ব্যাপার, কারণ মণ্ডলীর মধ্যেই আছে বহু মতামত, ধর্মভ্রষ্টতা ও ভ্রান্ত শাস্ত্রশিক্ষা, এমনকি সমগ্র ধর্মীয় আন্দোলন বা মণ্ডলীসমূহের মধ্যেও তা আছে। আপনি যদি দেখেন যে সেগুলি এই পাঠে দেওয়া বিশ্বাসের সঙ্গে মেলে না, একটু ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করুন, তারা কোন্ পটভূমিকা থেকে এসেছে, কীভাবে বাইবেল থেকে তারা সমর্থন পেয়েছে এবং তাদের কাছে আপনার ঐতিহাসিক বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে কি না। মণ্ডলী প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকে প্রকৃত শাস্ত্রশিক্ষা সেই একই রয়ে গেছে। ঈশ্বর তা সংরক্ষণ করার জন্য মণ্ডলীকে দান করেছেন। প্রকৃত শাস্ত্রশিক্ষা আপনি কাদের কাছে সমর্পণ করবেন?

শুরু করা

১.

খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস ও বর্তমান অন্যান্য ধর্মের মধ্যে বা আপনার চারপাশের বিশ্বদর্শনের মধ্যে কী কী পার্থক্য আছে? অন্যান্য ঠাকুর-দেবতার এবং ঈশ্বরের স্বভাব ও ক্ষমতার কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করুন।

২.

কেন ঈশ্বর চান যে আমরা কেবলমাত্র তাঁরই উপাসনা করি, অন্যান্য দেবদেবীর নয়?



অধ্যয়ন করুন

- ❖ **একেশ্বরবাদ কী?** খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের কেন্দ্রীয় শিক্ষা হল একেশ্বরবাদের শিক্ষা। কিন্তু তার অর্থ কী? ইহুদি-ধর্ম ও ইসলামের সঙ্গে, খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসও হল একেশ্বরবাদী ধর্ম। এর সাধারণ অর্থ হল, এই তিনটি ধর্মের সব ক'টিই কেবলমাত্র এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। একেশ্বরবাদ শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, মনো (মনোস) - অর্থ এক এবং থিস্ম (থিওস) অর্থ ঈশ্বর (বা দেবতা)। এ হিনোথিসম থেকে আলাদা, যে বিশ্বাস বলে এক সর্বোচ্চ দেবতার অধীনে অসংখ্য দেবতা বিদ্যমান, বা পলিথিসম থেকে, যা বহু দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে।

- **একেশ্বরবাদের শিক্ষা ঈশ্বর দিয়েছেন :** বাইবেল একেশ্বরবাদের যে সত্য, তার গুরুত্ব বার বার উল্লেখ করেছে। শাস্ত্রের সমস্ত পৃষ্ঠাতেই এটি এক কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ হয়ে রয়েছে। ঈশ্বর অন্য “দেবতাদের” উপাসনা করার অনুমতি আমাদের দেননি, কারণ কেবলমাত্র তিনিই একা ঈশ্বর, অন্য ঈশ্বর কেউই নেই। ঈশ্বরত্বের অন্য সব ধারণা ভ্রান্তির।

- যিশাইয় ৪৪:৬ পদে, ভাববাদী যিশাইয়ের মাধ্যমে ঈশ্বর বলেছেন, “আমিই প্রথম ও আমিই শেষ; আমি ছাড়া আর কোনো ঈশ্বর নেই।” প্রভু যীশু নিজের প্রসঙ্গে এই উক্তির প্রতিধ্বনি প্রকাশিত- বাক্য ১:৮ ও ২২:১৩ পদে করেছেন।

পুরাতন নিয়মে একেশ্বরবাদ : এক ঈশ্বরের ধারণা, যিনি নিজের পরিচয় এক বিশিষ্ট জনসমাজের কাছে দিয়েছিলেন, তা ছিল পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসের এক চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা। এ-বিষয় সুস্পষ্ট যে, ঈশ্বরের উপাসনা করা সম্বন্ধে পুরাতন নিয়মের শিক্ষা, যা ভাববাদী ও যাজকদের মাধ্যমে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে, তা হল, কেবলমাত্র একজন ঈশ্বর আছেন, অন্য কেউই নয়।

ইহুদিদের কেন্দ্রীয় বিশ্বাস কী, যা খ্রীষ্টিয়ানেরাও বিশ্বাস করে? পড়ুন ২ বিবরণ ৬:৪ ও ৪:৩৫ পদ। এর প্রথমটি *শেমা* নামে পরিচিত - যে শাস্ত্রাংশটি ইহুদিরা খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব থেকে আজও পর্যন্ত, প্রত্যেক সকালে ও সন্ধ্যায় আবৃত্তি করে থাকে।



ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের জন্য যে সমস্ত অলৌকিক কাজ করেছিলেন, তার কয়েকটি তাঁর অনন্য পরাক্রম ও কর্তৃত্ব প্রদর্শন করার জন্য করেছিলেন, যেন কেবলমাত্র তাঁরই উপাসনা করা হয়।

- **মিশরের সব আঘাত :** ঈশ্বর মিশরের দেবতাদের বিচার করেছিলেন ও প্রমাণ দিয়েছিলেন যে, জীবন ও মৃত্যু, কেবলমাত্র তাঁরই নিয়ন্ত্রণে আছে। এ কাজ তিনি করেছিলেন মিশরীয় সব দেবতার উপরে বিভিন্ন আঘাতের মাধ্যমে তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাক্রম প্রদর্শিত করে।
 - যাত্রাপুস্তক ৭-১০ অধ্যায়
 - যাত্রাপুস্তক ১২:১২
 - গণনা পুস্তক ৩৩:৪
- **এলিয় ও বাল-দেবতার ভাববাদীরা :** পড়ুন ১ রাজাবলি ১৮:২০-৪০ পদ। এটি এমন সময়ে ঘটেছিল, যখন ঈশ্বরের প্রজারা মিথ্যা দেবতাদের অনুসারী হয়ে তাদের বিশ্বাসকে তাদের চারপাশের লোকদের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছিল। ঈশ্বর তখন কী করেছিলেন?



--

০ নিচের পদগুলি ঈশ্বর ও তাঁর স্বভাব সম্বন্ধে কী কথা বলে?

নহিমিয় ৯:৬	
যিশাইয় ৪৩:১০	
যাত্রাপুস্তক ২০:৩	
গীতসংহিতা ৮৬:১০	

- **নূতন নিয়মে একেশ্বরবাদ :** একইভাবে, নূতন নিয়মেও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কেবলমাত্র এক ঈশ্বরই আছেন। করিন্থে স্থিত মণ্ডলীকে পত্র লেখার সময় প্রেরিত পৌল ইহুদি শেমা-র পরোক্ষ উল্লেখ করেছেন। রোমীয়দের প্রতি লিখিত পত্রে পৌল ঘোষণা করেছেন যে, ঈশ্বর কেবলমাত্র ইহুদিদেরই ঈশ্বর নন, তিনি অ-ইহুদি জাতিদেরও ঈশ্বর। প্রভু যীশু শেমা-কে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আদেশ আখ্যা দিয়েছেন। তিনি জোর দিয়েছেন যে, একমাত্র ঈশ্বর আছেন, জানাটাই যথেষ্ট নয়, আমাদের কেবলমাত্র তাঁরই সেবা করতে হবে। নূতন নিয়মের লেখাগুলি এ-বিষয়ে একমত যে, সমস্ত পৃথিবীতে কেবলমাত্র এক ঈশ্বর আছেন। প্রত্যেকটি পদ থেকে যা আপনি শেখেন, তা লিখে ফেলুন :

১ করিন্থীয় ৮:৬	
ইফিসীয় ৪:৬	
রোমীয় ৩:৩০	
মার্ক ১২:২৯,৩০	



- খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস সম্পর্কে বাইবেলভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একেশ্বরবাদ হল এর কেন্দ্রীয় বিষয়। স্বর্গ-মর্ত্যের স্রষ্টা, এক ঈশ্বরে বিশ্বাস সম্পর্কে বাইবেলের প্রায় ছেষড়িটি পুস্তকেই গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। (দ্রষ্টব্য: যিশাইয় ৪৩:১০; ৪৪:৬,৮; ৪৫:৫,১৪,১৮,২১,২২; ৪৭:৮; যোহন ১৭:৩; ১ করিন্থীয় ৮:৫,৬ ও গালাতীয় ৪:৮,৯ – এগুলিই হল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ।

❖ **কেন এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ?** আমরা বহুত্ব ও বৈচিত্র্যপূর্ণ এক পৃথিবীতে বসবাস করি। আমাদের বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি, ধ্যানধারণা ও ধর্মবিশ্বাস আছে। তবুও, শাস্ত্র এ-বিষয়ে সুস্পষ্ট যে, বৈচিত্র্য, বিভেদ ও অসহমত থাকলেও, প্রকৃত বিশ্বাসও অবশ্যই আছে।

- কেন কেবলমাত্র এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হবে, এর সরলতম কারণ হল, বাইবেল তা সত্যি বলে ঘোষণা করে। এর তাৎপর্য, ঈশ্বরের বাক্যের উভয় খণ্ডে, পুরাতন নিয়মে ভাববাদীদের মাধ্যমে ও নূতন নিয়মে প্রভু যীশুর ও প্রেরিতশিষ্যদের কথায়, একেশ্বরবাদের (কেবলমাত্র এক ঈশ্বর) প্রচলিত প্রসঙ্গটি সমস্ত শাস্ত্রেই একই ধরনের আছে। একেশ্বরবাদ সম্পর্কিত শাস্ত্রশিক্ষা এ-বিষয় স্পষ্ট করে দেয় যে, কেবলমাত্র এক ঈশ্বর আছেন, যিনি অনন্য, পরম ও তাঁর সৃষ্টির কাছে নিঃসন্দেহে একান্ত আপন। আমাদের চারপাশে যা কিছু অস্তিত্বমান, সে সমস্তের জন্য ঈশ্বরই হলেন চূড়ান্ত কারণস্বরূপ, কারণ তিনিই হলেন একমাত্র, প্রকৃত, স্রষ্টা ঈশ্বর।
- কেবলমাত্র এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করা হল মণ্ডলীর জীবন ও বৃদ্ধির জন্য সব ধরনের শাস্ত্রশিক্ষার গোড়ার বিষয়। আমাদের কাছে প্রকাশিত ঐশ্বরিক চরিত্রের এ হল অন্যতম সুস্পষ্ট উদাহরণ। এক ও কেবলমাত্র ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তবুও আমাদের হৃদয় প্রায়ই অবাধ্য হয় ও তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য সব বিষয়ের অন্বেষণ করে।
- যখন আমরা বিশ্বাস করি না যে আমাদের ঈশ্বর, আমাদের স্রষ্টা ও উদ্ধারকর্তা হলেন এক ও অনন্য কেবলমাত্র ঈশ্বর, আমরা তখন মিথ্যায় বিশ্বাস করি। আমরা অন্য কিছু উপাসনা করি ও আমাদের আশা এমন কিছু উপরে রাখি, যা আমাদের পরিত্রাণ দিতে পারে না।
- যখন আমরা ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে অন্যান্য ভ্রান্ত দেবদেবীর উপাসনা করি, ঈশ্বর কেন সাবধান করেন?

- আমাদের প্রেমময় ঈশ্বর কি আমাদের অনুমতি দেবেন কোনো মিথ্যা বা আজগুবি বিষয়ে ভিত্তি করে জীবনযাপন করতে বা এমন কোনো কিছুতে বিশ্বাস করতে, যা আমাদের পরিত্রাণ দিতে পারে না?

- পড়ুন যাত্রাপুস্তক ২০:৪,৫ পদ। ঈশ্বর কোন্ বিষয়ে ঈর্ষাপরায়ণ? ঈর্ষা কখন নির্দোষ প্রতিপন্ন হয়?



- ❖ **ত্রিত্ব ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও ব্যক্তিসত্তা বুঝে ওঠা :** ঈশ্বরের চরিত্র সম্পর্কে বুঝে ওঠার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল, কে কীভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন, তার পরিষ্কার চিত্র মনে রাখা। ঈশ্বরের অনুসারী ও বাধ্য হওয়ার জন্য, আমাদের অবশ্যই তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করার অন্তর্গত হল, ত্রিত্ব ঈশ্বর সম্পর্কিত শাস্ত্রশিক্ষা।

স্বর্গে উর্ধ্বে নীত হওয়ার অল্প একটু আগে, প্রভু যীশুর কথিত কয়েকটি বাক্য মথি লিখিত সুসমাচারের শেষে দেওয়া আছে। তাঁর বাক্যগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি আসন্ন মণ্ডলীকে (ঈশ্বরের প্রজাদের) তাদের লক্ষ্য দিয়েছেন; তা হল, সব যুগের সব বিশ্বাসীকে লোকদের শিষ্য করার জন্য আদেশ দান। কিন্তু তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, একজন শিষ্য কে। শিষ্য হল সেই, যে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার (একবচনে) নামে ব্যাপ্তিগ্রহণ করেছে। প্রভু যীশু ঘোষণা করেছেন, ত্রিত্ব ঈশ্বরের কেবলমাত্র একটিই নাম আছে। তিনি সেই তিন ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্বের রূপরেখা একেশ্বরবাদী নামের মধ্যে নিহিত দেখিয়েছেন। সেই নামটি হল, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা (মথি ২৮:১৯; মার্ক ১২:২৯)।

- প্রভু যীশুর অনুরূপ উক্তির জন্য আমরা এই প্রশ্ন করতে পারে, “এগুলির কোনও অর্থ হয় কি? প্রভু যীশু একটি নামের উল্লেখ করেছিলেন (একবচনে), তারপর তিন ব্যক্তির কথা বলেছেন। এর উত্তর পাওয়া যাবে, যখন আমরা “অস্তিত্ব” ও “ব্যক্তিসত্তার” মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারব।

- **অস্তিত্ব** বর্ণনা করে কোনোকিছু কী জিনিস এবং **ব্যক্তিসত্তা** বর্ণনা করে কোনোকিছু কে?

ঈশ্বর যদি বিশ্বের স্রষ্টা হন, তাহলে তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে চূড়ান্ত ও অসীমরূপে বেশি জটিল। সেই কারণে, বাইবেল আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে, ঈশ্বরের এক অস্তিত্বের (ইয়াহুয়েহ/সদাপ্রভু ঈশ্বর) অন্তর্ভুক্ত হল তিন দিব্য ব্যক্তিসত্তা (পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর)। পিতাকে ঈশ্বররূপে বর্ণনা করে তাঁর চরিত্র প্রকাশ করা হয়েছে, যীশুকে বর্ণনা করে ঈশ্বরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে এবং পবিত্র আত্মাকেও বর্ণনা করে ঈশ্বরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে। তাঁরা তিন নির্দিষ্ট ব্যক্তিসত্তা; তবুও, তাঁরা সবাই এক ঈশ্বর। এই তিন ব্যক্তিসত্তা এক ঐশ্বরিক অস্তিত্বে পরম ও নিখুঁতরূপে বিরাজমান থাকেন।

এই উপায়ে আমরা বাইবেলের ঈশ্বরকে এভাবে বর্ণনা করতে পারি, “তিন কে?” (ত্রিত্ব ঈশ্বরের তিন ব্যক্তিসত্তার প্রতিনিধিত্বকারী) এর মধ্যে “এক কী?” (এক সত্যময় ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতিনিধিত্বকারী)।

- ❖ **বাইবেলে ত্রিত্ব ঈশ্বর :** বাইবেলের মূল পার্শ্ব “ত্রিত্ব” শব্দটি পাওয়া যায় না, কিন্তু যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করি, আমরা দেখতে পাই, এই বিশেষণটি পরে এসেছে, কিন্তু ধারণাটি বাইবেলসম্মত এবং এমন কিছু নয় যা মানুষেরা গঠন করেছে। মণ্ডলীর প্রারম্ভ যত পুরোনো, ধারণাটিও ঠিক ততই পুরোনো। এটি বিশ্বব্যাপী খ্রীষ্টিয় তিনটি মাণ্ডলিক বিশ্বাস-সূত্রেই বর্তমান, অর্থাৎ প্রেরিতিক বিশ্বাসসূত্রে, নাইসিন বিশ্বাসসূত্রে এবং এথেনেসিয়ান বিশ্বাসসূত্রে।

বাইবেলে প্রত্যেকজনকেই ঈশ্বররূপে পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং ত্রিত্ব ঈশ্বরের অন্য সদস্যদের প্রতি তাঁদের ভূমিকা ও সম্পর্কের কথাও আমাদের বলা হয়েছে।

- **পিতা হলেন ঈশ্বর :** নূতন নিয়মে ঈশ্বরকে “পিতা” রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দটির পরিচয় পুরাতন নিয়মেও পাওয়া যায় ও এই সত্যের কারণে বোঝা যায় যে, এক ঈশ্বরের পুত্রের কথাও সেখানে বলা হয়েছে (গীতসংহিতা ২:৭; হিতোপদেশ ৩০:২-৪)।



নিচের পদগুলি পড়ে পিতাকে কীভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তা লিখে ফেলুন :

যোহন ৬:২৭	
রোমীয় ১:৭	
১ পিতর ১:২	

পিতা ঈশ্বরের দ্বারাই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে এবং তিনিই তা ধারণ করে আছেন, পরিত্রাণ আমাদের কাছে দেওয়া হয়েছে এবং প্রভু যীশু যখন মানবশরীরে বিদ্যমান ছিলেন, তখন অলৌকিক কর্মসমূহ সম্ভব হয়েছে। এ সমস্তই পিতা থেকে শুরু হয়েছে ও তাঁর কাছ থেকে এসেছে।

- **পুত্র ও ঈশ্বর :** যীশু নিজেকে ঈশ্বরের পুত্ররূপে পরিচয় দিয়েছেন। অন্যেরাও তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, কারণ বহু ভবিষ্যৎবাণী তাঁর দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র হলেও তার অর্থ এই নয় যে, এক দিক দিয়ে তিনি ঈশ্বর ছিলেন না বা ঈশ্বরের থেকে কম মর্যাদার ছিলেন। নিজেকে ঈশ্বর বলার জন্য বিচার করে তাঁকে ক্রুশার্পিত করা হয়েছিল। আবার পিতা ঈশ্বর পুত্রকে ঈশ্বররূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

নিচের পদগুলি পড়ে পুত্রকে কীভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তা লিখে ফেলুন :

মথি ৩:১৭	
যোহন ১:১	
রোমীয় ৯:৫	

যীশু - পুত্র ঈশ্বর - হলেন প্রতিনিধি, যাঁর দ্বারা পিতা ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, ধরে রাখেন, প্রকাশ করেন, পরিত্রাণ দেন ও জগতে কাজ করেন। পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বরের মাধ্যমে কার্যশীল হন।

- **পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বর :** বাইবেলে আমরা পবিত্র আত্মাকে নিজের সম্পর্কে কোনো কথা বলতে দেখি না, বরং তাঁর কার্যকলাপ ও প্রতিক্রিয়া দেখি। আত্মা হলেন ঈশ্বর থেকে প্রেরিত একজন ব্যক্তি-সত্তা ও ঈশ্বরের সঙ্গে সমান। বাইবেল বলে, পবিত্র আত্মাকে অস্বীকার করা হল, ঈশ্বরনিন্দা করা:

➤

- নিচের পদগুলি পড়ে পবিত্র আত্মাকে কীভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তা লিখে ফেলুন:

১ করিন্থীয় ৩:১৬	
------------------	--



যোহন ১৪:২৬	
মার্ক ৩:২৯	

পবিত্র আত্মা হলেন সেই শক্তি যার মাধ্যমে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, ধরে রাখেন, প্রকাশ করেন, রক্ষা করেন ও জগতে কাজ করেন। যারা ঈশ্বরের কাজ করে, তাদের তিনি তাঁর পরাক্রম দেন এবং ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মাধ্যমে তাঁর আত্মার দ্বারা কাজ করেন।

- **শাস্ত্রে এই তিনের একত্র সহাবস্থান :** শাস্ত্রে যদিও “ত্রিত্ব” শব্দটির উল্লেখ নেই, তবুও ঈশ্বরের তিন ব্যক্তিসত্তাকে একসঙ্গে কাজ করতে এবং একই অবস্থান ও ক্ষমতা ধারণ করতে দেখা যায়। এতে আমরা তাঁদের আন্তঃসংযুক্তি ও ভূমিকার বিষয় দেখতে পাই, যদিও ত্রিত্ব ঈশ্বরের প্রকৃত চরিত্র এখনও আমাদের কাছে অত্যন্ত জটিল বলে মনে হয়।

- মথি ২৮:১৯
- গালাতীয় ৪:৬
- ১ পিতর ১:১,২
- ইফিষীয় ৩:১৪-১৭
- রোমীয় ৮:৯-১১

- ❖ **শাস্ত্রশিক্ষা সম্বন্ধীয় ভ্রান্তি ও ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব :** যেই আমরা ঈশ্বরের চরিত্র বুঝতে পারব যে, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তবুও তাঁর তিন ব্যক্তিসত্তা আছে, অমনি আমাদের জীবন ও উপাসনার চরিত্র বদলে যাবে। কীভাবে ও কার কাছে আমরা প্রার্থনা করব, কীভাবে ও কার আমরা উপাসনা করব, পবিত্র আত্মার উপরে নির্ভরতা, কিংবা প্রভু যীশুর উপদেশ ও পরিচর্যা বোঝা, এ-সবই ত্রিত্ব ঈশ্বরের সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন উপায়ে আমরা এগুলি সম্পর্কে ভুল বুঝতে পারি, কিন্তু আমরা অবশ্যই যত্নের সঙ্গে সেগুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকব।

ত্রিত্ববাদীদের বিশ্বাস এ-রকম নয় :

- **তিন-ঈশ্বরে বিশ্বাস :** এই বিশ্বাস হল যে, ত্রিত্ব-ঈশ্বরের সদস্যেরা তিনজন পৃথক ও নির্দিষ্ট অস্তিত্ব এবং তিনজন পৃথক ও সমমর্যাদাপন্ন ঈশ্বর। তাঁদের তিনজনেরই প্রভাবিত করার পৃথক পৃথক ক্ষেত্র আছে এবং তাঁরা পরস্পরের থেকে পৃথকরূপে ক্রিয়াশীল হতে পারেন। তিন-ঈশ্বরে বিশ্বাস হল ধর্মভ্রষ্টতা। খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের শাস্ত্রশিক্ষা এ-রকম নয়, কারণ ঈশ্বর অবিভাজ্য এবং ত্রিত্ব-ঈশ্বরের সদস্যদের কোনো বিচ্ছিন্ন প্রভাবের এলাকা বা পরস্পরের থেকে স্বতন্ত্ররূপে করণীয় কাজ থাকতে পারে না। তাঁরা সকলেই অসীম ও সর্বশক্তিমান।
- **কর্মসাধনের পন্থা :** ত্রিত্ব-ঈশ্বর সম্পর্কে অন্য একটি ভুল ধারণা হল, ঈশ্বর এক, যিনি তিনটি বিভিন্ন ভূমিকায় কাজ করেন বা তিনটি পৃথক আকৃতি ধারণ করতে পারেন, কিন্তু ব্যক্তিসত্তা ও চরিত্রের দিক দিয়ে এক। কেউ কেউ ভ্রান্তভাবে বিশ্বাস করেন যে, সমস্ত ইতিহাস জুড়ে ঈশ্বর নিজেকে বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করেছেন। আর তাঁরা একই সময়ে সহাবস্থানকারী নন, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপায়ে আবির্ভূত হতে পারেন। কিন্তু এ হল ধর্মভ্রষ্টতা, কারণ পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের কোনো আকৃতি নন, তাঁরা প্রত্যেকেই ঈশ্বর।
- **আর্য-মতবাদ :** ত্রিত্ব-ঈশ্বর সম্পর্কিত এই ভ্রান্ত মতবাদটি ৩০০ খ্রীষ্টাব্দে উদ্ভূত হয়, মণ্ডলীর মধ্যে এটিই সব থেকে বড়ো ধর্মভ্রষ্টতারূপে চিহ্নিত হয়। এই মতবাদ শিক্ষা দেয় যে, যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বর নন। পিতা ঈশ্বর এই পুত্র ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছিলেন, আর পুত্র বিশ্বমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। সেই কারণে ঈশ্বর যীশুকে



“দত্তকপুত্ররূপে” গ্রহণ করেন, কিন্তু যীশু ঈশ্বর ছিলেন না। শুধুমাত্র আমরা তাঁর উপাসনা করব, তা-ই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। এই বিশ্বাস অনুযায়ী, পবিত্র আত্মা হলেন পুত্র যীশুর প্রথম সৃষ্টি, কিন্তু কোনো দিক দিয়েই এই অস্তিত্বগুলি “এক” নয় এবং কেবলমাত্র পিতা ঈশ্বরই হলেন ঈশ্বর এবং এক ব্যক্তিসত্তা।

- সেই কারণে, ত্রিত্ব-ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে কী, সে সম্পর্কে আমরা অবশ্যই সাবধান থাকব, যেন আমরা এই সব ভ্রান্তির (কিংবা আরও অন্যান্য ভ্রান্তির) শিকার না-হই। ত্রিত্ব-ঈশ্বরের কোনো সদস্য ঈশ্বর নন, একথা বললে, যে ঈশ্বরের আমরা উপাসনা করি, কীভাবে উপাসনা করি ও সৃষ্ট বিশ্বের প্রকৃতি, এ-সব বিষয়ে ঈশ্বর-সম্পর্কিত আমাদের বোধবুদ্ধিই পাল্টে যাবে।
- ত্রিত্ব-ঈশ্বর সম্পর্কে উপরোক্ত ভ্রান্তিগুলির কোনো একটি বা অন্য কোনও ভ্রান্তির কথা আপনি কি শুনেছেন?

- যদি ত্রিত্ব-ঈশ্বর-সম্পর্কিত শিক্ষায় আমাদের ত্রুটি থাকে, তাহলে আমাদের খ্রীষ্টিয় জীবনে তা কোন্ ধরনের পার্থক্য নিয়ে আসবে? এ কীভাবে শাস্ত্রের কর্তৃত্বাধিকার, আমাদের উপাসনা ও প্রার্থনায় আমাদের উপলব্ধি বদলে দিতে পারে?

SUMMARY

- ❖ একেশ্বরবাদের শাস্ত্রীয় শিক্ষা হল, কেবলমাত্র এক ঈশ্বর আছেন। খ্রীষ্টিয়ানেরা হল একেশ্বরবাদী ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী, যার অর্থ, তারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, যিনি চিরকাল তিন ব্যক্তিসত্তায় অস্তিত্বমান থাকেন।
- ❖ একেশ্বরবাদের ধারণা পুরাতন ও নূতন নিয়ম, উভয় শাস্ত্রেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।
- ❖ প্রভু যীশু শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি ঈশ্বর ও ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। তিনি শিষ্যদের বলেছিলেন, তাঁরা যেন নূতন বিশ্বাসীদের পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিস্ম দেন।
- ❖ বাইবেলে ত্রিত্ব-ঈশ্বরের প্রত্যেক সদস্যকে ঈশ্বর বলা হয়েছে এবং তাঁদের একসঙ্গে স্বর্গীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
- ❖ ঈশ্বরের স্বভাব সম্পর্কে ভুল উপলব্ধি পরিণামে ভ্রান্তি নিয়ে আসতে পারে। একটি ভুল হল, ত্রিত্ব ঈশ্বরের এক বা একাধিক সদস্যের ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করা। এছাড়াও, বড়ো ভ্রান্তি হল তাঁদের আলাদা আলাদা দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করা। আমাদের উপলব্ধি সম্পর্কে আমাদের সাবধান থাকতে হবে।



ভাবনাচিন্তা করার প্রশ্নাবলি ;

১.

কেবলমাত্র এক ও অনন্য ঈশ্বরের উপাসনা অবশ্যই করা উচিত, কীভাবে আপনি এর কারণ ব্যাখ্যা করবেন?

২.

কীভাবে আপনার চারপাশের লোকেরা (আপনার সমাজে বা চার্চে) ভ্রান্তভাবে একের অধিক “দেবতার” উপাসনা করে? অন্যান্য ধর্মের বা আত্মিক সব অভ্যাসের দৃষ্টিকোণ আপনার খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের মধ্যেও কি ঢুকে পড়েছে, এমনকি মণ্ডলীর মধ্যে থেকেও? কীভাবে তা ঘটেছে?

৩.

কীভাবে ত্রিত্ব-ঈশ্বর সম্পর্কিত আমাদের বিশ্বাস আমাদের প্রার্থনাকে প্রভাবিত করে? আমাদের প্রার্থনাগুলি কার কাছে করব? কোন্ নামে আমরা প্রার্থনা করব? কোন্ শক্তির গুণে আমরা জানতে পারব কী প্রার্থনা করব ও কীভাবে করব?